দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

16

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকগণ অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। শুধু শিক্ষাঙ্গনেই নয়— আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অসামান্য। জীবনের প্রতিটি স্তরে একজন শিক্ষক আমাদের জন্য সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। শিক্ষকের মর্যাদাও তাই সর্বাগ্রে। ইসলাম শিক্ষককে তার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। পিতা-মাতার পরেই শিক্ষকের প্রতি মর্যাদা প্রদানের জন্য ইসলাম একজন মুসলমানকে নির্দেশ দেয়। উচ্চ শিক্ষার কারণে উন্নত দেশেও শিক্ষকের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের এই স্বল্প শিক্ষিতের দেশে শিক্ষকের যথার্থ মর্যাদা প্রদান তো দূরের কথা, তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয় বিভিন্নভাবে। কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাথমিক বেসরকারী, সরকারী স্কুল এবং সরকারী-বেসরকারী কলেজের শিক্ষক কারো বেতনই যথার্থ নয়। যদিও বর্তমান সরকার শিক্ষকদের বেতন অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন— তবুও বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে প্রাপ্ত বেতন দিয়ে একজন শিক্ষক সংভাবে তাঁর সংসার চালাতে পারেন না। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে যে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে— তারও অন্যতম কারণ হিসাবে আমরা শিক্ষকদের অক্ষমতাকে দায়ী করতে পারি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে ব্যাপক পরিমাণে দুর্নীতি চলছে তার মূলেও রয়েছে শিক্ষকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা। অবশ্য একথা আমার মত সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, বর্তমানে শিক্ষকদের একান্ত নিরাপত্তাহীনতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ শিক্ষকই সৎ এবং শিক্ষাঙ্গন থেকে নকল তৎপরতা দূর করতে সচেষ্ট। একজন সাধারণ মানুষ যত সহজে একটি অন্যায় করতে পারেন একজন শিক্ষক তা পারেন না।

আমার মনে হয়, শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অসুবিধাসহ অন্যান্য অসুবিধা দূর করতে পারলে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের ছোট-খাট অনেক সমস্যা দূরীভূত হবে।

শিক্ষকদের প্রাথমিক সমস্যার সমাধান হিসাবে নিম্নের কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

(১) শিক্ষকদের বেতন মোটামুটিভাবে সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(২) শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যার সমাধান করা। শিক্ষকদের কোয়ার্টার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) শিক্ষকদের ভ্রমণ বিনোদন, চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ভাতা প্রদান করতে হবে।

(৪) সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের ন্যায় বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদেরও বোনাস প্রদান করতে হবে।

(৫) সরকারী এবং বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে।

উপরোল্লিখিত পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হলে শিক্ষকরাও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অযথা কোচিং ফি আদায় করবেন না। এবং ক্লাসে মনোযোগের সাথে আগ্রহ সহকারে পড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষক রাখবার প্রয়োজন পড়বে না। শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের সদুপদেশের দ্বারা এবং অন্যান্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার আগ্রহী করে তোলা, তাদের নিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করা এবং নিজেদের সহযোগিতায় তাদের নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা একজন শিক্ষকের মনে তখনই আসবে— যখন তিনি জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন। একজন কর্মক্ষম সুস্থ সচেতন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকে যদি সব সময় সংসার চালানোর মত সাধারণ চিন্তা করতে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের গঠনশীল মেধাশক্তির অপচয় করতে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। একজন প্রভূত জ্ঞান এবং বিজ্ঞ চিন্তার অধিকারী তার মেধা শক্তির যথার্থ ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষা এবং প্রযুক্তিতে আমরাই লাভবান হবো। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এভাবেই মেধা এবং মননশীলতার যথার্থ ব্যবহার হয়। কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য দরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। শিক্ষকদের আগ্রহ, ছাত্রদের আন্তরিকতা এবং প্রশাসনের কর্মতৎপরতাই কেবল শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে। আমাদের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ যদি নিজেদেরকে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে সম্পূর্ণরূপে গঠনশীল ব্যক্তিত্বরূপে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য। শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্ক পিতা ও বন্ধুর মত। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই কেবল শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

—ফারহানা ইসলাম জয়া